প্রথম আলো

তারিখ 18 FEB 2013
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ...

১০
সম্পাদকীয়
প্রথম আলো
সোমবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
editorial@prothom-alo.info
বদলে যাও বদলে দাও

ছাত্রলীগ বেপরোয়া

তারুণ্যের জাগরণও তাদের বদলাতে পারছে না

বাংলাদেশের অদম্য তরুণেরা যখন শাহবাগ জাগরণে আলোড়িত হয়ে ন্যায় ও ন্যায়ের জন্য লড়ছেন, প্রমাণ রাখছেন দেশপ্রেমের, সরকার-সমর্থক ছাত্রসংগঠনটির কর্মীরা তখন বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাস, শিক্ষক লাঞ্ছনা ও দলবাজির ঘটনা ঘটিয়ে চলেছেন। যে ছাত্রলীগ শাহবাগের গণজাগরণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছে, সেই ছাত্রলীগের কর্মীরা এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হন কীভাবে? তারুণ্যের এ দুই চেহারা কীভাবে মেনে নেওয়া যায়?

সন্ত্রাস, দলবাজি ও চাঁদাবাজি যেন ছাত্রলীগের পিছু ছাড়ছে না। সম্প্রতি এ সংগঠনের কর্মীরা বরিশালে ব্রজমোহন কলেজের নবনিযুক্ত অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করেছেন, যার ছবি প্রায় সব পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। অন্যদিকে রুয়েটে উপাচার্য পদ ঘিরে কূটরাজনীতির হাতিয়ার হচ্ছে ছাত্রলীগ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মাণকাজে চাঁদাবাজির দৌরাত্ম্য আগের মতোই বেপরোয়া। রুয়েট ও জাবিতে শিক্ষক-রাজনীতিতেও ছাত্রলীগের ভূমিকা চাপা থাকছে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, শাহবাগে তারুণ্যের যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তার চেতনা ধারণে অক্ষম।

গত চার বছরে ছাত্রলীগের কারণেই সরকার ও ক্ষমতাসীন দলটি অনেক বেশি বদনাম কুড়িয়েছে। একাধিকবার শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার পরও যে তাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেনি, সাম্প্রতিক ঘটনাবলিই তার প্রমাণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রসংগঠনের কোনো তৎপরতা নেই বা তাদের আসতে দেওয়া হয় না। এ সুযোগে ছাত্রলীগ আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, শিক্ষকদের ওপর চড়াও হচ্ছে, যা কেবল শিক্ষাঙ্গনকেই অশান্ত করে তুলছে না, সংগঠনটিও কলঙ্কিত হচ্ছে।

গণমাধ্যমের চাপের মুখে কখনো-সখনো কিছু কর্মীকে বহিষ্কার করা হয়েছে বটে, কিন্তু সংগঠনটির সার্বিক ভূমিকা খুব একটা বদলায়নি। ছাত্রলীগ এখন প্রতিপক্ষহীন। এই অবস্থায় শিক্ষাঙ্গন ও ছাত্ররাজনীতির মঞ্চ তারাই কাঁপাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে শান্তি নষ্ট হচ্ছে, সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে। এটা কেবল দুঃখজনক নয়, হতাশারও কারণ। অথচ প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় কথা বলেছেন, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবেন না বলে অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু কেবল কথায় চিঁড়া ভিজবে না। এখনই এদের নিরস্ত না করলে সরকারের অনেক ভালো কাজও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকবে।

নানা অপকর্মের সঙ্গে ছাত্রলীগের যেসব নেতা-কর্মী জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে সরকার বা পুলিশ প্রশাসন নীরব। বরং বরিশালে ছাত্রলীগের হাতে লাঞ্ছিত অধ্যক্ষকে সময়মতো যোগদান না করার অজুহাতে ওএসডি করা হয়েছে। কিন্তু লাঞ্ছনাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এতে লাঞ্ছনাকারীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই।

আমরা মনে করি, সমস্যার গোড়া যেখানে, হাত দিতে হবে সেখানেই। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যারাই জড়িত, দল-মতনির্বিশেষে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে না পারলে শিক্ষাঙ্গনে যেমন সন্ত্রাস বন্ধ হবে না, তেমনি ছাত্রলীগের দৌরাত্ম্য বাড়তেই থাকবে।